টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্শন সিণ্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১লা মাঘ বুধবার, ১৩৭৫ ইং 15th Jan. 1969 | ৩৪শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

প্রস্তুতকারক :
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

এই তো খেলার দিন—

ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন।

উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর

রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

STUDENTS' FAVOURITE

Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা মাঘ বুধবার সন ১৩৭৫ সাল।

॥ নির্বাচনী রোশনাই ॥

--০--

রাজ্যের রাজধানীতে এক জায়গায় নজর পড়িল —'পুঁজিপতির দুইটি ফ্রন্ট, কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট'। হকচকাইয়া যাইবার মত পোষ্টারটি। বুঝা গেল, আসন্ন নির্বাচনী যুদ্ধের 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গিয়াছে। আর মন-ধাঁধান এই সব পোষ্টার ভোটার বেচারাদের কাহিল করিতে লাগিয়াছে। ১৯৬৭-এর সাধারণ নির্বাচনে এই রাজ্যে কয়েক মাসের অকংগ্রেসী শাসন, তাহার পর রাষ্ট্রপতির শাসন; আর এতদর্থে অন্তর্বর্তী সাধারণ নির্বাচন। দুঃশাসন ভূমিষ্ঠ হইবে কিনা কে জানে? তা যাই হোক, যুদ্ধের দামামা বাজিতে শুরু করিয়াছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরে সানুচর যোদ্ধা পদাতিক-মোটর-দ্বিচক্রযানবাহিনী, পতাকী সৈন্য লইয়া সমবেত। বাচনিক ও অন্যান্য অস্ত্রসমূহ বার বার পরীক্ষিত হইতেছে; মহড়াও চলিতেছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ হইতেছে, তবে ব্যাপক তাণ্ডব এখনও আসে নাই। যোদ্ধাদের শঙ্খ-নির্ঘোষ (মাইকের অমায়িক মধুবর্ষণ) মর্ত্যচারী প্রত্যক্ষ শ্রোতাদের কর্ণে অসহ্য হইয়া উঠিবে দিন কয়েকের মধ্যেই। দলের মান রক্ষায় জান কবুল করিয়া যন্ত্রযান নানা-দিকে ছুটিতেছে দলীয় আর্যদের লইয়া। ইতোমধ্যে মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা করা হইয়াছে। যোদ্ধাদের সংখ্যা বিভিন্ন শিবিরের ধরিলে ১০৩০ মত হইবে।

যে শিবিরগুলি চোখে পড়ে তাহাদের মধ্যে কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট শিবিরের প্রাধান্য বেশী। প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগের কবীর ভ্রাতৃদ্বয়ের এবং আশু ঘোষের শিবির পতাকা উড়াইয়াছে। প্রাক স্বাধীনতার যুগে মুসলিম লীগ 'লড়কে লেঙ্গে' জিগির তুলিয়াছিল। আলোচ্য লীগদল নূতন বটে, ঝাঁকের কই অবশ্যই নয়। পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম ভোটার সংখ্যা মোট ভোটার সংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ। সুতরাং এরূপ দল আবার ভূমিষ্ঠ হইবে তাহাতে আশ্চর্য কি?

রাজ্যের নানা স্থানে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। সংবাদপত্রে নানা মুখরোচক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। দল বিশেষ অপর দলকে আক্রমণ করিতে কসুর করিতেছে না। কংগ্রেস শাসনে নাকি মানুষের দুর্গতির একশেষ হইয়াছে, খাওয়া-পরার কথা যাক, একটু নিরাপদে থাকার পক্ষেও এই শাসন বিপজ্জনক — ইত্যাদি। চাউলের মূল্য গগনস্পর্শী করিয়াছিল কংগ্রেস সরকার। এই সরকার মেহনতী মানুষের সরকার নয়, মুষ্টিমেয় ধনিক-গোষ্ঠীর। এই সব খবর ঘোষণা অন্তে ভোটারদের ভবিষ্যৎ সুখসমৃদ্ধির চিত্র তুলিয়া ধরেন আর ভোট যাচ্ঞা করেন অকংগ্রেসী দলের প্রবক্তাগণ। তাই কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির বাঘা বাঘা মক্কেলরা কার্শিয়াং-কাকদ্বীপ চষিয়া বেড়াইতেছেন আর জনগণের দুঃখদুর্দশায় অশ্রু বিসর্জন (?) করিতেছেন। ভোটারকুল ব্যাকুল হইয়া এইবার বুঝি বলিবেন—'আর কৈঁদনি, তোমাগো কষ্টডা আমাগো চক্ষুল কইর‍্যা তুলতেছে। ভোট দিমু, চুপ সোনা।' ভোটারেরা বিলক্ষণ জানেন যে, অকংগ্রেসী নেতারা সবাই নাকি ধোয়া তুলসীপাতা (?)। পশ্চিমবঙ্গের অকংগ্রেসী শাসন সকলের স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই।

নির্বাচনী লড়াই এখন মুখ্যতঃ বাচনিক পর্যায়ের। বহুবচনের মিষ্টি বুলিতে যত পারা যায়, আটকান যাক। 'ক্লেবো'রা (যাহাদের ক্লাব আছে) প্রার্থীদের মদদ দিতে আগুয়ান। এই মওকায় ক্লাবের কিছু 'সোনারূপা দান' মিলিতে পারে। সংঘ-সমিতি বাণী অর্চনার লালঝাণ্ডা উড়াইয়াছে। সুতরাং এবার প্রার্থী বেচারাদের বোঝার উপর শাকের আঁটি বহিতে হইবে। গণতন্ত্রশাসিত এই দেশে ভোটের হরির লুট কুড়াইতে ব্যক্তিগত প্রভাব অনেকখানি কাজ করে। মনরক্ষার কথা বাদ দিয়া প্রত্যেক ভোটারকে আপন আপন বিবেচনায় প্রার্থী নির্বাচন করিতে হইবে। দেশের মঙ্গলামঙ্গলের কথা যদি এখনও না ভাবিতে পারা যায়, তবে নাগরিকের এত বড় অধিকারকে মর্যাদা দেওয়া হইবে না। জনগণের রায় বিচারের একমাত্র মাপ-কাঠি। কায়েমী স্বার্থে ভুলিলে চলিবে না; কে দক্ষিণপন্থী, কে বাম—তাহার বিচার নয়; দেশের প্রকৃত দরদীকে আজ চিনিয়া লইতে হইবে। মনে রাখা দরকার—সকল দলের উর্দ্ধে এই দুর্গত পশ্চিমবঙ্গ।

অগভীর সেচ নলকূপ

গত ২৬শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বৈকালে রঘুনাথগঞ্জ ২নং উন্নয়ন সংস্থার বড়জুমলা গ্রামে শ্রীসুধাংশুভূষণ সিংহ রায় মহাশয়ের কৃষিক্ষেত্রে একটি অগভীর সেচ নলকূপ জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় উদ্বোধন করেন।

গত ৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার বৈকালে রঘুনাথগঞ্জ ১নং উন্নয়ন সংস্থার গনকর গ্রামে শ্রীকালীকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "চ্যাটার্জ্জী এগ্রিকালচার ফার্মে" একটি অগভীর সেচ নলকূপ জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় উদ্বোধন করেন।

গত ১৪ই জানুয়ারী মঙ্গলবার বৈকালে রঘুনাথগ ২নং উন্নয়ন সংস্থার রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামে শ্রীধীরেন্দ্র-নারায়ণ শুকুল মহাশয়ের কৃষিক্ষেত্রে একটি অগভীর সেচ নলকূপ জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় উদ্বোধন করেন। এ পর্য্যন্ত জঙ্গিপুর মহকুমায় মোট ৪৫টী অগভীর সেচ নলকূপ বসান হইল।

গো-গাড়ী চাপা পড়িয়া মৃত্যু

গত ২৯শে পৌষ সোমবার সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত তাঁতিবিড়ল গ্রামের এনামুল হক মিঞাপুর আড়তে চাউল বিক্রী করার জন্য চাউল বোঝাই গাড়ীতে আসিতেছিল। লেভেলক্রসিং এর নিকট গাড়ী হইতে পড়িয়া যায় এবং গাড়ীর চাকা তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ায় সে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়। জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসার অল্পক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হয়। তাহার বয়স আনুমানিক ৪০ বৎসর।

ভদ্রবেশী ঠক

জঙ্গিপুরের শ্রীউমাপদ মজুমদার মহাশয়ের পুত্র দেবব্রত ওরফে দেবু গত ১১ই জানুয়ারী শনিবার ভরতপুর থানার অন্তর্গত আমলাই গ্রামে আমার ছোট ভগ্নীপতি শ্রীদেবনাথ রায়ের বাড়ী গিয়ে আমার বৃদ্ধা মাউই-মাকে বলে যে আমি রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে কাজ করি। আমার নাম দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় বাবার নাম উমাপদ চট্টোপাধ্যায়। বিনয় বাবুর খুব অসুখ আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য অমল বাবু আমাকে পাঠিয়েছেন। প্রেসে খুব কাজের চাপ আমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে বলে ভাঁওতা দেয়। তিনি অমলের চিঠি কই জিজ্ঞাসা করায়—দেবু বলে চিঠি ও ট্রেণভাড়া খোয়া গিয়েছে এবং তাঁর নিকট ট্রেণভাড়া ২-৫০ আড়াই টাকা আদায় করে। পরদিন তিনি রঘুনাথগঞ্জে লোক পাঠালে আমরা দেবুর ধাপ্পাবাজী জানতে পারি। আরও উদ্বেগের কারণ শ্রীমান্ আমার বৃদ্ধা মাউই মায়ের অগোচরে তাঁর ঘর হ'তে কোন অলঙ্কার বা টাকাকড়ি আত্মসাৎ করেছে কি না?

গত ৩রা জানুয়ারী আমার ভাই অমল হাওড়া হ'তে ট্রেণে জঙ্গিপুর ফিরছিল। কালনা ষ্টেশনে এই দেবু অমলকে বলে আমার বাড়ী জঙ্গিপুর, উমাপদ মজুমদার আমার বাবা। খড়্গপুর থেকে আসার পথে আমার ব্যাগ, শীতবস্ত্র ও চল্লিশ টাকা হারিয়েছে। সারাদিন কিছু খাইনি। দেশের ছেলে বলে অমল তাকে একটা টাকা দেয়, জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে সে আরও আট আনা চেয়ে নেয়।

শ্রীমান্ দেবুর অপকৌশলে আমার বৃদ্ধা মাউই-মা ও ভাই ঠকেছেন।

সর্ব্বসাধারণের অবগতি ও সতর্কতার জন্য জানাই যে উক্ত দেবু আমার প্রেসে কখনও কাজ করেনি ও তার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই।

নির্বাচনের আগে ও পরে প্রকাশ্যে অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ

আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের ফলাফল বের না হওয়া পর্য্যন্ত কলকাতা সহ সারা পশ্চিমবঙ্গে কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্র প্রকাশ্যে বের করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাজ্য স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীসুনীলবরণ রায় ঐ তথ্য জানান। তিনি বলেন, বিভিন্ন জেলার জেলা-শাসক ও এস পি-দের এক জরুরী সারকুলারে ঐ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাম্প্রতিক যুবসমাজ ও মনোবিকলন

—শ্রীঅনুত্তম পণ্ডিত

সত্যি কি বিচিত্র এই দেশ! আরও বিচিত্র এখানের মানুষ। আর বিচিত্র হলো তাদের রুচিবোধ। যে রুচিবোধের পরিচয় সাজে-পোষাকে, চলনে-বলনে, আচারে-ব্যবহারে, দেহে-মনে। যার মধ্যে প্রকটিত উগ্র আধুনিকতা আর অসুস্থ মানসিকতা। দেখে মনে হয় ব্যক্তি মানস আজ অবক্ষয়ের অতলে এসে পড়েছে, সমাজ দেহ তারই সংস্পর্শে ক্ষত-বিক্ষত, বিকারগ্রস্ত হতে চলেছে। সাধারণতঃ আচরণে যখন রুচি বিকৃতির ঘুণ ধরে তখন সমাজ দেহ তারই দ্বারা ক্ষয়ীভূত হয়। শুধু এই শেষ নয়—সমাজ দেহে এই দুষ্ট-ক্ষতের পূঁজ রক্তে পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

আজকের সমাজের দিকে দৃষ্টি ফেরালে সেই মনো-বিকলন, অসুস্থতা, বিকৃতি, উগ্রতা গোচরীভূত হয়। প্রশ্ন জাগে—এই কি সভ্যতার চরম ক্রমবিকাশ? তবে কোথায় আদিম, অসভ্য অরণ্যচারী মানুষের সঙ্গে ইট, কাঠ, লোহার শহুরে মানুষের পার্থক্য? অরণ্য যুগের মানুষ ছিল আদিম—তাদের উন্নত বিজ্ঞান ছিল না, তাদের ছিল না আবরণ। গাছের বাকল তাদের নগ্নতা মোচনের ছিল সম্বল। আর এ যুগের মানুষেরা? যারা আজ রকে-বারান্দায়, পথে প্রান্তরে, ষ্টলে-রেস্তোঁরায় করে আট পৌরে আনাগোনা। মুখে যাদের বড় বড় বুলি—পোষাকেও তার সমান জৌলুস আর কদর্য্যতা। মার্কসীয় দর্শনের স্বল্প জ্ঞানাভাষ তাদের ওষ্ঠপুটে—জিহ্বার অগ্রে—ফ্রয়েডীয় সূত্রের জঘন্য অশ্লীল ব্যাখ্যান। তবে এই কি আলোচনা? তাদের আলোচনায় উজ্জ্বল দিনের আলো কোথায়? শুধু মাত্র 'চনা' সার তাদের শূন্য-গর্ত্ত-জ্ঞানপাত্র।

অবশ্য ছায়াছবি বিষয়ে তাদের জ্ঞানের বারিধি ছাপিয়ে উঠে—কথাবার্ত্তায় তা কখনও লঘু সুরে আবার কখনও মন্তব্যের দম্ভ বিস্ফারণে।

এরই একটা ছোট্ট ঘটনা দিয়ে আমার সামান্য অভিজ্ঞতার পরিচয় তুলে ধরি। যাচ্ছিলাম ট্রেণে করে কোন এক জায়গায়। কামরায় খুব একটা ভীড় ছিল না। হঠাৎ কানে এল "বল, গুরু গাইড ছবিতে ওয়াহিদা রেহ্মন কি নাচ দিল"! নিজের আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে দেখলাম—কামরার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে পনের, ষোল বছরের কয়েকটা ছেলে, ওদের মধ্যেই এসব আলোচনা হচ্ছে। আবার ফিরে এলাম নিজের আসনে, আর বসে শুনতে লাগলাম ওদের বিভিন্ন আলোচনা—। ওদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল্ "কিন্তু, তুই যতই বল কালা, "সঙ্গম" বইয়ের কাছে কোন সিনেমা লাগে না। মাইরী সঙ্গম চারবার দেখেছি কিন্তু, তবুও সাধ মেটেনি। কোন মাইকে ওর গান শুনলে পা আপনা হতে নেচে ওঠে। সঙ্গমে—"বুড্ডা মিল গি—য়া" গানে বৈজয়ন্তীমালা কি টুইষ্ট দিল সত্যি!" জবাব নাই। ওদের মধ্যে থেকে আর একজন বলে উঠল "সায়রা বানুর চেহারার সঙ্গে কাউকে লাগতে হবে না। ওর ছবি দেখলে দিওয়ানা হয়ে যায়।" হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন সিগারেট ধরাল, অমনি আর একজন বলে উঠল "কি—রে, বিড়ি খেয়ে তো এত বড় হ—লি আজ আবার চারমিনার"? যে ছেলেটা সিগারেট খাচ্ছিল সে বলে উঠল—"আজ আমার ফেভারিট হিরোইনের বই দেখতে যাচ্ছি, এখন যদি বিড়ি খাই তবে তাঁকে অপমান করা হয়। আমার ফেভারিট হিরোইনের কেশদাম এক কথায় অপূর্ব, সে হচ্ছে সাধনা— "

ওদের আলোচনা শেষ হতে না হতে ট্রেণটা একটা ষ্টেশনে এসে থামলো, দেখলাম ছেলেগুলো ওখানেই নেমে গেল।

তবে এই কি আলোচনা—না আ! লো! চনা! ব্যক্তি মনের রুচি বিকৃতি এবং অসুস্থতা আজ সমাজের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। যুব-সম্প্রদায়ের পোষাকে-আশাকে আর কথাবার্ত্তায় যেখানে রুচি-হীনতা এবং মনোবিকলনের পরিচয় সুস্পষ্ট তখন কি করে বলা যেতে পারে বর্ত্তমান দিনের ব্যক্তি মানস তথা সমাজ মানস বিকৃতির বিবর হ'তে বিমুক্ত?

নির্ব্বাচনের দিন মদ্যপান নিষিদ্ধ

পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র নির্ব্বাচনে ভোট গ্রহণের দিন মদ কেনাবেচা ও পান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই মর্ম্মে জেলাগুলিতে ইতিমধ্যে সারকুলার পাঠান হয়েছে।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

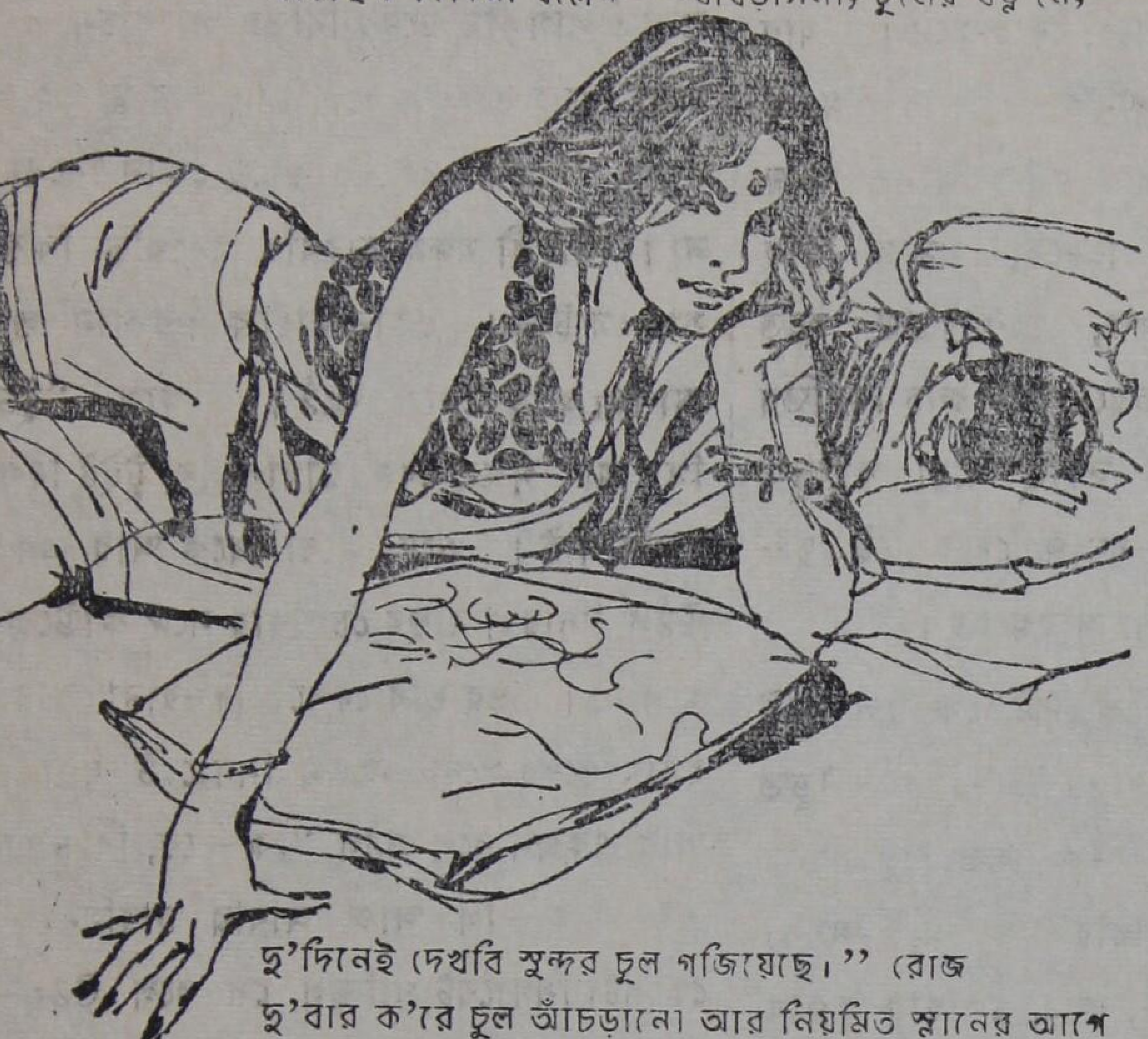

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন**, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও **অঞ্চল** পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়**, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১'০০ এক টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)